দৈনিক খবর

তারিখ 09 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

1

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তিতে অনিয়ম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে চরম অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৯৮৭-৮৮ সেশনে প্রত্যেক বিভাগে নির্ধারিত আসন সংখ্যা ছিল ৫০টি। দু'টি অনুষদের অধীনে ছ'টি বিভাগে ৩০০টি আসনের জন্য বিপুল সংখ্যক (প্রায় তিন হাজার) ছাত্র ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রত্যেক বিভাগে ৫০ জন করে ছাত্র চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয় এবং প্রতি বিভাগে আরো ২৫-৩০ জন করে ছাত্রকে অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হয়। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের ভর্তি শেষে শূন্য আসনসমূহে অপেক্ষমান তালিকা থেকে কিছু সংখ্যক ছাত্রকে ভর্তি করা হয়। ভর্তির পূর্বে সকল ছাত্রকে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে হয়। এ সকল নিয়ম রক্ষা করে ভর্তির যাবতীয় কার্যক্রম গত ২০শে মে সম্পন্ন হয়। কিন্তু ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার প্রায় এক পক্ষকাল পর একটি বিশেষ মহলের সুপারিশে কিছু ছাত্রকে কোন রকম প্রতিযোগিতা বা পরীক্ষা ছাড়াই সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে একাডেমিক কাউন্সিল কিংবা ভর্তি কমিটির কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, যে সকল ছাত্রকে ভর্তি করা হয় তাদের অধিকাংশই ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছিল। কেউ বা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাটুকুও না থাকায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। আবার কেউ কেউ ভর্তির জন্য ইতিপূর্বে আদৌ আবেদনই করেনি। অপেক্ষমান তালিকায় বহু সংখ্যক ছাত্র থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত আসনে অপেক্ষাকৃত খারাপ ছাত্রদেরকে ভর্তি করায় ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।

স্মরণযোগ্য যে, এ ধরনের নিয়ম বহির্ভূত ভর্তি এই প্রথম নয়। বিগত দু' সেশনেও এভাবে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করা হয় যাদের ভর্তির নূন্যতম যোগ্যতাও ছিল না।

এদিকে গত ২০শে মে চলতি সেশনের ভর্তি কার্যক্রম শেষ হবার পরই ২১শে মে থেকে সামান্য অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল বন্ধ করে দেয়া হয়। ছাত্রদের অভিযোগ— নিয়ম বহির্ভূতভাবে ছাত্র ভর্তিকে নিষ্কন্টক করার জন্যেই আবাসিক হল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

চলতি সেশনে ভর্তির ক্ষেত্রে সবচে' অনিয়ম করা হয় ব্যবস্থাপনা বিভাগে। এ বিভাগে বেশ ক'টি আসন শূন্য থাকলেও অপেক্ষমান তালিকার প্রার্থীদেরকে আসন শূন্য নেই বলে প্রতারণামূলকভাবে বিদায় করা হয়।

অভিজ্ঞ মহলের মতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যলয়ে এ ধরনের অনিয়ম চলতে থাকলে দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি তার মৌলিক লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সকল অনিয়ম ও অব্যবস্থার প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

মুঃ শহীদুল্লাহ্ কাউছার